

## বুশ কি এবারও বৈধভাবে নির্বাচিত হয়েছেন? আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জর্জ বুশ নির্বাচিত হওয়ার পর সারাবিশ্বে যে গভীর হতাশা দেখা দিয়েছিল, তার ঘোর কাটতে না কাটতেই এখন অনেক সত্য বেরিয়ে আসছে। প্রচার করা হচ্ছিল, ২০০০ সালের নির্বাচনে বুশ বৈধভাবে জয়ী না হলেও এবার (২০০৪ সালের নভেম্বর নির্বাচনে) শুধু বৈধভাবে নয়, বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছেন। তার ইরাক যুদ্ধ থেকে শুরু করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অন্যান্য চরম রক্ষণশীল নীতি, যেমন এবরশন, গে ম্যারেজ ও স্টেম সেল সম্পর্কেও মার্কিন জনগণ নিও কনজারভেটিভদের পক্ষেই ভোট দিয়েছে। আরও প্রচার করা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে এবারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন দুটি দল বা দু'জন প্রার্থীর মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়নি; হয়েছে দুটি ভ্যালুজ বা মূল্যবোধের মধ্যে। এই মূল্যবোধের একদিকে রয়েছে নিওকনদের ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক রক্ষণশীলতা এবং অন্যদিকে রয়েছে উদার, গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল সামাজিক নীতির মূল্যবোধ। এবার মার্কিন জনগণ রক্ষণশীল মূল্যবোধের প্রতিই সমর্থন জানিয়ে জর্জ বুশকে ভোট দিয়েছে এবং জন কেরিকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী একক সুপার পাওয়ার আমেরিকার এই পশ্চাদ্গামিতা এবং সেখানে আধুনিক মূল্যবোধের বিপর্যয় সারাবিশ্বে হতাশা সৃষ্টি করেছে। তা থেকে ইউরোপের সুশীল সমাজে একটা প্রচণ্ড এন্টি-অ্যামেরিকানিজমের ঢেউ দেখা দেবে বলে অনেকেই আশঙ্কা করছিলেন। তাদের সেই আশঙ্কা যে একেবারে সত্যে পরিণত হয়নি তাও নয়। ব্রিটেনের ব্লেয়ার সরকারের বুশ প্রশাসনের প্রতি ‘অধীনতামূলক মিত্রতা’ সত্ত্বেও ফ্রান্স, জার্মানিসহ ইউরোপের অধিকাংশ প্রভাবশালী দেশই আমেরিকা সম্পর্কে খুশি নয়। একজন ফরাসি কলামিস্ট প্যারিসের এক দৈনিকে তার কলামে লিখেছেন, ‘শরীরে যদি ক্যান্সার রোগ হয় তাহলে একজন মানুষ কি করে? তাকে ওই রোগের সব কষ্ট এবং শেষ পরিণতির কথা জেনেও রোগটির সঙ্গে বসবাস করতে হয়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বুশের দ্বিতীয় দফা জয়লাভও মানব সভ্যতার দেহে এই ক্যান্সার রোগের বিস্তারের মতো। আগামী চার বছর এই রোগের অসম্ভব কষ্ট ও বেদনা সহ্য করে মানব সভ্যতাকে বাঁচতে হবে। অবশ্য এর শেষ পরিণতি কতটা ভয়াবহ হবে তা আমরা এখনও জানি না।’

বহির্বিশ্বে, বিশেষ করে ইউরোপের অধিকাংশ দেশে এই বুশবিরোধী মনোভাবকে এন্টি-অ্যামেরিকানিজম বলে বুশ প্রশাসন চালিয়ে দিতে চেয়েছে। বাইরের দুনিয়ায় বুশ প্রশাসনের সব গর্হিত কাজের সামান্য সমালোচনা এবং বুশের জয়লাভে হতাশা প্রকাশকেও মার্কিনবিরোধী মনোভাব বা এন্টি-অ্যামেরিকান ফোবিয়া বলে ‘নিওকনরা’ মার্কিন জনগণকে বোঝানোর এবং তাদের সমর্থন ও সহানুভূতি ধরে রাখার চেষ্টা করেছে। যেমন প্যালেস্টাইনে ইসরাইলের চরম বর্বর নির্যাতনের সমালোচনা কোথাও করা হলে অমনি প্রো-ইসরাইলি মিডিয়া চিৎকার শুরু করে যে আবার ‘ইহুদিবিদ্বেষ’ প্রচার শুরু হয়েছে।

আমেরিকার এবারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর বুশ প্রশাসন একই কৌশল গ্রহণ করেছে। এই প্রশাসনের পেছনে জনগণ দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ এবং বুশের জয়ী হওয়ার সামান্য সমালোচনাও আসলে বহির্বিশ্বে ‘এন্টি-অ্যামেরিকান প্রোপাগান্ডা’ এটাই মার্কিন জনগণকে বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে। চেষ্টা

হয়েছে ‘ভিকটিম সিনড্রম’ তৈরি করার। অর্থাৎ বুশ মার্কিন জনগণের বিরাট ম্যান্ডেট লাভের পরও শত্রুদের ‘এন্টি-অমেরিকানিজমের’ শিকারে পরিণত হয়েছেন। এটা বুশ-বিদ্বেষ নয়, মার্কিন-বিদ্বেষ। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফল ঘোষিত হওয়ার এক মাস না যেতেই মার্কিন ‘নিও কনদের’ শক্তিশালী প্রচারণার এই ধূমজাল কাটতে শুরু করেছে। গত দু’সপ্তাহ ধরে মার্কিন পত্র-পত্রিকাতেই যেসব খবর ও মন্তব্য (বিশিষ্ট কলামিস্টদের কলামসহ) প্রকাশিত হচ্ছে, তা পাঠ করলে মনে হবে, বুশ-ভিকটোরির ইউফোবিয়া কাটতে শুরু করেছে এবং অনেক সত্য বেরিয়ে আসছে। এক মার্কিন কলামিস্ট জর্জ বুশকে আখ্যা দিয়েছেন, ‘প্রেসিডেন্ট অব ডিভাইডেড স্টেটস অব এমেরিকা’। তিনি লিখেছেন, ‘আমেরিকার প্রতিটি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর জাতি নতুন প্রেসিডেন্টের নেতৃত্বে আবার ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট পরিগণিত হয়েছেন প্রেসিডেন্ট অব ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকা। মার্জিনাল ভোটে জিতেও অনেক প্রেসিডেন্ট জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছেন। কিন্তু এবার জর্জ বুশের নির্বাচনের পর জাতি যতটা দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে, মার্কিন জাতির ইতিহাসে তেমনটা আর কখনও ঘটেনি। তাকে ডিভাইডেড স্টেটস অব এমেরিকার প্রেসিডেন্ট আখ্যা দেয়াই সঙ্গত।’

কেবল বহির্বিশ্বে বা ইউরোপে নয়, খোদ আমেরিকাতেই এন্টি-অ্যামেরিকানিজমের জোয়ার দেখা দিয়েছে। বুশ জয়ী হওয়ায় অসংখ্য মার্কিন নাগরিক এতটা আত্মগ্লানি বোধ করছেন যে, তারা দেশ ত্যাগ করে কানাডা অথবা নিউজিল্যান্ডে চলে যেতে চাচ্ছেন। গোটা আমেরিকা এখন ব্লু এবং রেড স্টেটস-এ বিভক্ত। ব্লু স্টেটগুলো উদারপন্থীদের এবং রেড স্টেটগুলো বুশের নিও কনজারভেটিভদের। রেড স্টেটগুলোর ভোটেই এবার তিনি জিতেছেন। কিন্তু ভোটের ব্যবধান আহামরি গোছের নয়। এক মার্কিন কলামিস্ট মন্তব্য করেছেন, “৫৬.২ মিলিয়ন ভোটের বিরুদ্ধে ৫৯.৭ মিলিয়ন ভোট এমন কিছু ভূমিধস বিজয় নয়। লাল স্টেটগুলো নীল স্টেটগুলোকে গ্রাস করে ফেলতে পারেনি।” এই কলামিস্ট শুধু এই মন্তব্য করেই ক্ষান্ত হননি, তিনি বুশের এবারের জয়লাভের বৈধতা সম্পর্কেও প্রশ্ন তুলেছেন। সে কথা অন্য একজন মার্কিন কলামিস্টের মন্তব্য সম্পর্কে আলোচনার সময় তুলে ধরব।

টিমোথি গার্টন অ্যাশ নামে এক সাংবাদিক ও কলামিস্ট প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফল ঘোষিত হওয়ার পর দু’সপ্তাহ ধরে আমেরিকার ব্লু স্টেটগুলো ঘুরে বেড়িয়েছেন। সানফ্রান্সিসকোতে বসে তিনি একটি কলাম লিখেছেন এবং সেটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে লন্ডনের গার্ডিয়ান পত্রিকায় গত ১৮ নভেম্বর বৃহস্পতিবারের সংখ্যায়। তিনি লিখেছেন “আমি এন্টি-অ্যামেরিকানিজম সম্পর্কে গভীরভাবে উদ্ভিগ্ন। (এটা বহির্বিশ্বে বা ইউরোপের এন্টি-অ্যামেরিকানিজম নয়) এটা আমেরিকাতেই গজিয়ে ওঠা এন্টি-অ্যামেরিকানিজম। এখানে তার কিছু প্রমাণ তুলে ধরব, যা আমি বুশের বিজয় লাভের পর লিবারেল ব্লু স্টেটগুলোতে দু’সপ্তাহ ধরে ঘোরার সময় লক্ষ্য করেছি ও শুনছি। তারা অনেকে বুশকে ভোটদাতা রেড স্টেটগুলোর মানুষ সম্পর্কে বলছেন, আসল কথা হল ওরা স্টুপিড। কেউ কেউ বলেছেন, ওরা সাপ। ওখানে ফ্যাসিজম মাথা তুলেছে। ত্রিশিয়ান ফ্যাসিজম। স্পেনিশ সিভিল ওয়ার নিয়ে ছবি বানাতে চান, একজন ফিল্ম প্রডিউসার বলেছেন, ‘এই ছবি এ উদ্দেশ্যেই তৈরি করতে চাই যে, মার্কিন তরুণরা যে এক সময় ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল, তার পক্ষে নয়, তা দেখানোর জন্য।’

এবার আসি এই নভেম্বর-নির্বাচনে বুশের বিরাট জয়লাভের কথায়। টিমোথি তার কলামে লিখেছেন, “জন কেরি পরাজয় মেনে নেয়ার পর কয়েকদিন ধরেই আমি ডেমোক্র্যাটদের মুখে শুনছি, ভোটে কারচুপি হয়ে থাকতে পারে। ভোট গণনার ডাইবোল্ড অটোমেটিক মেশিনগুলো একজন রিপাবলিকান চামচা তৈরি করেছে। সম্ভবত তা এমনভাবে ‘প্রোগ্রাম’ করা হয়েছে, যাতে ডেমোক্র্যাটদের ভোট

গণনা কম দেখানো হয়। ডেমোক্র্যাটদের নিজেদের এগজিট পোলিংয়ে কেরিকে অনেক কাউন্টিতে ভোটে এগিয়ে থাকতে দেখা গেছে। তারপরই তা মিলিয়ে গেছে এবং এভাবেই গণনা চলেছে।”

শুধু টিমোথি নন, ব্রিটেন এবং আমেরিকার আরও কয়েকটি পত্রিকায় কয়েকজন খ্যাতনামা সাংবাদিক বুশের এবারের জয়লাভের বৈধতা সম্পর্কেও প্রশ্ন তুলেছেন। এই ভোট জালিয়াতির সন্দেহে আমেরিকার বহু নাগরিক এতই ত্যক্তবিরক্ত যে, তারা দেশত্যাগের ইচ্ছাও প্রকাশ করছেন। তাদের অনেকে বুশের জয়লাভে বিশ্ববাসীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। একজন মার্কিন তরুণ ওয়েবসাইটে হাতে লেখা একটি বাণী বিশ্ববাসীর জন্য প্রচার করেছেন। তাতে লেখা, “ বিশ্ববাসী, আমরা দুঃখিত। আমরা আমেরিকার অর্ধেক লোক চেষ্টা করেছিলাম।”

টিমোথি অ্যাশ ১৮ নভেম্বরের ‘গার্ডিয়ানে’ প্রকাশিত কলামে হতাশ ও ক্ষুব্ধ আমেরিকানদের মধ্যে আমেরিকান হিসেবে পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ দেখা দেয়ার দরুন দেশত্যাগের প্রবণতার কথা উল্লেখ করেছেন। বহু সাংবাদিক বলেছেন, তারা নিউজিল্যান্ডে অথবা কানাডায় চলে যেতে চান। অবস্থা এমন পর্যায়ে গেছে যে, আমেরিকায় একটি কার্টুন ম্যাপ ছেপে প্রচার করা হয়েছে, যাতে দেখা যায়, দেশটির ওয়েস্ট এবং নর্থ-ইস্ট কোস্টের স্টেটগুলো তাদের উত্তরের প্রতিবেশী দেশ কানাডার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এবং কানাডার নতুন নাম হয়েছে ‘ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকা’। আমেরিকার নতুন নাম হয়েছে জেসুয়াল্যান্ড বা যীশুর দেশ। এই জেসুয়াল্যান্ড থেকে বহু আমেরিকান স্টেট বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং বিভক্ত জেসুয়াল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট পদে রয়ে গেছেন ‘ক্রিস্চান ফান্ডামেন্টালিস্ট ও ফ্যাসিস্টদের’ নেতা জর্জ বুশ হিটলারের চেয়েও যে নাম এখন বিশ্বে বেশি আতঙ্ক সৃষ্টি করে।

দ্বিতীয় দফা প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হওয়ার পর ক্ষমতামদমত্ত জর্জ বুশ যে আরও কটর দক্ষিণপন্থার দিকে ঝুঁকবেন তার আলামত পাওয়া গেছে তার নতুন প্রশাসনে কলিন পাওয়েলকে গ্রহণ না করায়। কলিন পাওয়েল অন্তত আরও ছ’মাস বুশ প্রশাসনে থাকতে চেয়েছিলেন। তিনি কিছুটা নরমপন্থী হিসেবে পরিচিত। সেজন্যই তাকে পদত্যাগে বাধ্য করে প্রেসিডেন্ট বুশ তার জায়গায় কন্ডোলিসা রাইসকে নিয়োগ দিয়েছেন। বিখ্যাত কলামিস্ট সিডনি হু মেনথালের মতে, কটর ডানপন্থী হওয়া ছাড়া রাইসের আর কোন যোগ্যতা নেই। আমেরিকায় এখন অনেকেই সন্দেহ করেন, বুশ দ্বিতীয়বারের জন্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর যদি প্যালেস্টাইন ও ইরাকে আরও ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে থাকেন, ইরান, সিরিয়া ও উত্তর কোরিয়ার দিকে হাত বাড়ান এবং অভ্যন্তরীণ নীতির ক্ষেত্রে সুশীল সমাজের অভিমত অগ্রাহ্য করে সুপ্রিমকোর্টে তার হাতের পুতুল এবং চরম ডানপন্থী বিচারক নিয়োগ করেন, তাহলে আমেরিকায় অঘোষিত সিভিল ওয়ার শুরু হয়ে যেতে পারে, যা প্রথম সিভিল ওয়ারের চেয়েও আমেরিকার জন্য বেশি বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।

কেউ কেউ জর্জ বুশকে রাশিয়ার গর্বাচেভের সঙ্গে তুলনা করছেন। তারা বলছেন, গর্বাচেভ এবং তার পেরস্ত্রয়কা নীতি যেমন সুপার পাওয়ার সোভিয়েত ইউনিয়নের অবসান ঘটায়, তেমনি জর্জ বুশের নিও কন রাজনীতি এবং ক্রিস্চান ফান্ডামেন্টালিজম একক সুপার পাওয়ার হওয়া সত্ত্বেও আমেরিকার জন্য বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। হয়তো মধ্যপ্রাচ্যের মাটিতেই বুশের যুদ্ধবাদী নীতি আমেরিকান সাম্রাজ্যের পতনের সূচনা করবে। শিকাগোর একটি উদারপন্থী দৈনিকে বলা হয়েছে, ‘যারা বলেন বুশ ও কেরির মধ্যে যুদ্ধ ছিল দুটি মূল্যবোধের মধ্যে যুদ্ধ, তারা ভুল বলেন। এই যুদ্ধ ছিল, আমেরিকার ফাউন্ডিং ফাদারগণ একটি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে দেশটির জন্য যে মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন,

যেমন বৈষম্যহীন গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, চার্ট থেকে রাষ্ট্রকে বিচ্ছিন্ন রাখা, স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা এসব কিছুই ধ্বংস করার জন্য যে ফ্যাসিবাদী প্রতিবিপ্লবী এবং মৌলবাদী চক্র দেশটিতে ছলে-বলে-কৌশলে ক্ষমতা কজা করেছে, তাদের সঙ্গে উদারপন্থীদের একটা অসম যুদ্ধ। এই যুদ্ধে উদারপন্থীরা বর্তমানে পরাজিত হয়েছেন অথবা তাদের পরাজয় ঘটানো হয়েছে। তাতে শুধু বিশ্বের নয়, আমেরিকারও শান্তিকামী এবং সমাজ প্রগতিতে বিশ্বাসী মানুষ বিক্ষুব্ধ এবং শঙ্কিত।’

আবার টিমোথি অ্যাশের একটি মন্তব্যের উদ্ধৃতি দিচ্ছি। তিনি তার ১৮ নভেম্বরের কলামে লিখেছেন, “বিশ্বের উদার গণতন্ত্রী দেশগুলোর মধ্যে আমেরিকা এখন সবচেয়ে বিভক্ত দেশ। আমি যে তথ্য দ্বারা অভিভূত, তা হল বর্তমানে যে তিক্ত বিতর্ক চলছে, তা ইউরোপিয়ান ও আমেরিকানদের মধ্যে চলছে না। চলছে আমেরিকানদের সঙ্গে আমেরিকানদেরই।”

বিরাট মহাদেশ এবং সুপার পাওয়ার আমেরিকার সঙ্গে ছোট ও গরিব দেশ বাংলাদেশের বর্তমান দৃশ্যপট কেউ যদি মেলাতে চান, তাহলে আমি বিস্মিত হব না। বাংলাদেশেও দুই মূল্যবোধের লড়াই চলছে না। চলছে রক্তমূল্যে অর্জিত দেশের স্বাধীনতার মূল্যবোধগুলো ধ্বংস করার জন্য ক্ষমতালোলুপ মৌলবাদী ফ্যাসিস্ট চক্রের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা। এ ক্ষেত্রেও উদারপন্থী ও প্রগতিবাদীরা আজ পরাজিত। দেশ এবং জাতি গভীরভাবে বিভক্ত।

আমেরিকা ও বুশের কথায় ফিরে যাই। আজ আমেরিকা যত শক্তিশালী দেশ হোক, বুশের প্রেসিডেন্সি বিশ্বকে নৈতিক নেতৃত্বদানের মর্যাদা ও অধিকার হারিয়েছে। ইউরোপ ও আমেরিকার বিশেষজ্ঞরা যাকে আখ্যা দিয়েছেন মডার্ন ইমপেরিয়ালিজম, যা মধ্যযুগের ইমপেরিয়ালিজমের চেয়েও নিষ্ঠুর ও মানবতাবিরোধী, তার উত্থান এবং পতন দুই-ই হয়তো আমরা বুশ পরিবারের দুই প্রেসিডেন্টের আমলেই দেখে যাব। একটি প্রবাদ আছে ‘দ্রুত উর্ধ্বগতি থেকেই পতন ত্বরান্বিত হয়।’ এর বিশ্লেষণ অনাবশ্যক।

লন্ডন ॥ ২১ নভেম্বর, রোববার ॥ ২০০৪